দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... ২২.৭.১২
পৃষ্ঠা ... ৪০ কলাম ... ৬

তিন বছরে রাবির বাজেট ঘাটতি তিন গুণেরও বেশি

শূন্যপদে তিনগুণ কর্মচারী নিয়োগের ফল

আজিবুল হক পার্থ, রাবি থেকে : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক ঘোষিত বাজেট ঘাটতি দিন দিন বেড়েই চলছে। গত তিন বছরে বাজেট ঘাটতি বেড়েছে তিনগুণেরও বেশি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ দপ্তর ও ইনিস্টিটিউটে শূন্য পদের বিপরীতে দ্বিগুণ তিনগুণ করে শিক্ষক কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়োগ দেয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এতে করে সদ্য নিয়োগপ্রাপ্তদের বেতন ভাতা বহন করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের দিকে হাত বাড়াতে হচ্ছে। এতে করে প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশ অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়াত্বের পথে ধাবিত হচ্ছে অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সর্বপ্রথম বাজেট ঘাটতি শুরু হয় ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরে। এর আগে. বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত বাজেট সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে উদ্বৃত্ত থাকত। ১৯৯৬-২০০১ সাল পর্যন্ত মোট বাজেট ঘাটতি ছিল ১৫ কোটি টাকা। এরপর ২০০১-০৪ পর্যন্ত বিএনপিপন্থী প্রশাসনের সময়ে বাজেট ঘাটতি দেখা দেয় ১২ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ১৪ কোটি টাকায়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে আরো একধাপ বাড়িয়ে বাজেট ঘাটতি দেখা যায় ২২ কোটি টাকা। এরপর ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাজেট ঘাটতি কিছুটা কমিয়ে ১৬ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ করে তৎকালীন প্রশাসন। ১৬ কোটি টাকা বাজেট ঘাটতি রেখে বিএনপিপন্থী প্রশাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করলে ২০০৯-২০১২ সাল পর্যন্ত বাজেট ঘাটতি তিনগুণ বেড়েছে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট ঘাটতি প্রায় ৪০ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (বিমক) নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে দ্বিগুণ তিনগুণ জনবল নিয়োগ দেয়ায় এই অর্থ সংকটের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা। তাদের মতে, বর্তমান অর্থবছরের বাজেটে নতুন করে জনবল নিয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও প্রশাসন অবাধে বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে দ্বিগুণ তিনগুণ জনবল নিয়োগ দিয়ে চলেছে। বিমকের প্রেরিত চিঠির ৬নং দফায় বর্ণিত এক খাত থেকে অন্য খাতে স্থানান্তরের নিষেধাজ্ঞা থাকলেও বর্তমানে রাকসু ও টিএসসিসিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে অর্থ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৩'র এ্যাক্ট অমান্য করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকাকালীন সময়ে ১৪৩ জন কর্মচারী নিয়োগ দেয়। কোন বিভাগে কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার ক্ষেত্রে সিলেকশন বোর্ডে ওই বিভাগের সভাপতির থাকার কথা থাকলেও নিজস্ব লোক নিয়োগ করতে প্রশাসন এই নিয়মগুলো চেপে যাচ্ছে। অন্যদিকে ২০০৯ সালের সিলেকশন বোর্ডে অনুমোদিত শিক্ষক কর্মকর্তা ও কর্মচারী অবৈধভাবে বাতিল করে নতুনভাবে নিয়োগ দেয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, রাবি'র বর্তমান ভিসি প্রফেসর এম আব্দুস সোবহান তার আমলে ২৮৯টি শূন্য ও বিজ্ঞাপিত পদের বিপরীতে ৫'শ ৭৮জন জনবল নিয়োগ দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ৩৫টি বিভাগের বিজ্ঞাপিত ১৪৭টি পদের বিপরীতে ২৬৫জন শিক্ষক, ১৩১ পদে ২৮২জন কর্মচারী ও ১১ পদে ৩১জন কর্মকর্তা। এছাড়া নিয়োগ নিয়ে বেকায়দায় পড়ার পর স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের আবদারে কোন রকম বিজ্ঞাপন ছাড়াই অস্থায়ী ভিত্তিতে ৩৩জন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন তিনি।

সর্বশেষ গত ৩০ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪২তম সাধারণ সিন্ডিকেটে সদস্যদের নোট অব ডিসেন্ট সত্ত্বেও ৭৩জনের নিয়োগ দেয়া হয়।

এদিকে গ্রীষ্মকালীন ছুটির মধ্যে নিয়োগ দেয়া ১৪৩ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে রয়েছেন গত এক বছর আগে রাবি সফরকালীন সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হল' নামের ছাত্রীহলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলের সেকশন অফিসার। হল বা অফিস কোনটাই না থাকায় তিনি বর্তমানে একাডেমিক সেকশনে বসছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের উৎসগুলোতে দেখা দিয়েছে টানাপড়েন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিসি, রাকসু, পরিকল্পনা ও ফাইন্যান্স দপ্তর থেকে টাকা ঋণ নিয়ে চালানো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয়ভার। ১৯৮১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে রাকসু নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলেও জমি, নকশাসহ আনুষঙ্গিক কার্যক্রম শেষে ১৯৮৯ সালে এর নির্মাণ কাজ শুরু করে। সেই থেকেই ২৩ বছর ধরে রাকসু বাবদ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। বর্তমানে রাকসু তহবিলে ২ কোটি টাকার বেশি থাকার কথা থাকলেও প্রশাসনের ঋণ নেয়ার কারণে তহবিল অতি সামান্য টাকা রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তবে রাকসু কোষাধ্যক্ষের সাথে বারবার দেখা করার কথা বললেও এ সংবাদদাতাকে তিনি সময় দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন।

এদিকে টিএসসিসি বাবদ বর্তমানে প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ৩০ টাকা হারে চাঁদা আদায় করায় প্রতিবছর আদায় হয় ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা। তবে টিএসসিসি পরিচালকের কাছে বর্তমানে এই তহবিলে মাত্র দেড় লক্ষাধিক টাকার আনুমানিক হিসেব রয়েছে। তার মতে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন শুধু তাকে পদে বসিয়েছে অথচ সকল কাজ প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা হয়। তবে এ কথাকে অস্বীকার করেছেন বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রহমান। তিনি বলেন টিএসসিসির জন্য আলাদাভাবে আয় ব্যয়ের হিসেব রাখার জন্য ওখানে পরিচালক রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনৈতিক দুর্দশার ব্যাপারে কোষাধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রহমান ইনকিলাবকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদার তুলনায় বাজেট সামান্য হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন ভাতা, অবসরকালীন ভাতা দিতে হিমশিম খেতে হয়। এ বছর আমরা চেয়েছিলাম ২২৮ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমাদের দিয়েছে ১৫৮ কোটি ৫০ লাখ। তিনি আরো বলেন, অনেক শিক্ষক চাকরির সময় থাকতেই অবসর নেয়। তাদের অবসরকালীন ভাতা দিতে বিভিন্ন সময়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে টাকা ঋণ নিয়ে এ সকল বেতন ভাতা পরিশোধ করে থাকি। এ সকল খাত থেকে রশিদের মাধ্যমে টাকা নেয়া হয়েছে বলেও তিনি জানান। তিনি জানান বিমকের কাছ থেকে মৌখিক অনুমতি নিয়ে যেসব শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে সে সব শিক্ষকের বেতন না ধরেই বিমক বাজেট দিয়েছে ফলে এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।